13480 - রমজান মাসরে বশৈষ্ট্যিসমূহ

প্রশ্ন

প্রশ্ন : রমজান বলতে কী বুঝায়?

প্রিয় উত্তর

সকলপ্রশংসাআল্লাহরজন্য। রমজান: আরবি বার মাসরে একটি মাস। এ মাসটি ইসলাম ধর্মে সম্মানতি। অন্য মাসগুলোর তুলনায় এ মাসরে বশিষে কছিু বশৈষ্ট্য ও মর্যাদা রয়ছে। যমেন : ১. আল্লাহ তাআলা এ মাসে রোজা পালন করাকইেসলামরে চতুর্থ রুকন হসিবে নর্িধারণ করছেনে। আল্লাহতা'আলাবলনে :

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [2 البقرة : 185]

"রমজান মাস এমন মাস যে মাসকেুরআন নাযলি করা হয়ছে; মানবজাতরি জন্য হদিায়তেরে উৎস, হদিায়াত ও সত্য মথি্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নদির্শন হসিবে। সুতরাং তোমাদরে মাঝে যে ব্যক্তি এই মাস পাবসে যনে রোজা পালন কর।"[২ সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৫]

وثبت في الصحيحين البخاري (8) ، ومسلم (16) من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمدا عبد الله ورسوله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان , وحج البيت" .

সহীহ বুখারী (৮) ও সহীহ মুসলমি (১৬)-এ ইবনউেমর (রাঃ) এর হাদসি থকেে প্রমাণতি হয়ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "ইসলামপাঁচটখুিঁটরিউপর নর্মিতি। (১) এইসাক্ষ্যদওেয়াযআেল্লাহছাড়াআরকোনসেত্যইলাহ (উপাস্য) নইে এবংমুহাম্মাদআল্লাহরবান্দাওতাঁররাসূল (২) সালাত কায়মে (প্রতষ্ঠিা) করা (৩) যাকাতপ্রদানকরা (৪) রমজানমাসরেোজাপালনকরাএবং (৫) বায়তুল্লাহ শরফিরেহজ্জআদায় করা"।

২. আল্লাহ তাআলা এইমাসকেুরআননাযলিকরছেনে। যমেনটতিনি ইতপূির্বে উল্লখেতি আয়াতে বলছেনে:

[شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) [2 البقرة : 185)

“রমজান মাস এমন মাস যে মাসেকুরআন নাযিল করা হয়েছে; মানবজাতির জন্য হিদায়েতের উৎস, হিদায়াত ও সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে। [২ সূরা আল-বাক্বারা: ১৮৫]তিনি আরও বলেছেন :

[إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)[97 القدر: 1)

“নিশ্চয়ই আমি একে (কুরআনকে) লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি।”[৯৭ সূরা আল-ক্বাদ্‌র:১]

৩. আল্লাহ তাআলা এ মাসে লাইলাতুল কদর বা ভাগ্য রজনী রেখেছেন।যে রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।আল্লাহ তা'আলাবলেন:

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ . سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) [97 القدر: ١ – ٥]

১. নিশ্চয়ই আমি এটা (কুরআন) লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি।২. আপনি কি জানেন- লাইলাতুল কদরকি? ৩. লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।৪. এই রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরীলআলাইহিস সালাম) তাঁদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করেন।৫. ফজরের সূচনা পর্যন্ত শান্তিময়।”[৯৭ আল-কাদর :১-৫]

তিনি আরও বলেছেন :

[إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) [44 الدخان: 3)

“নিশ্চয়ই আমি এটা (কুরআন) এক মুবারকময় (বরকতময়) রাতে নাযিল করেছি।নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী।”[৪৪ আদ-দুখান : ৩]

আল্লাহতা'আলারমজান মাসকে লাইলাতুল কদর দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আর এই বরকতময় রাতের মর্যাদা বর্ণনায় সূরাতুল কদর নাযিল করেছেন।এ ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেনেরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামবলেছেন:

“তোমাদেরকাছেরমজান উপস্থিতহয়েছে। একবরকতময়মাস। আল্লাহ তোমাদেরউপর এমাসেসিয়ামপালনকরাফরজকরেছেন।

এমাসেআসমানেরদরজাসমূহখুলেদেয়াহয়। জাহান্নামেরদরজাসমূহবন্ধকরেদেয়াহয়। এমাসেঅবাধ্যশয়তানদেরশেকলেবদ্ধকরাহয়।এমাসেআল্লাহ এমন একটিরাত রেখেছেনযাহাজারমাসের চেয়েউত্তম।যে ব্যক্তিএরাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিতহলসেব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেইবঞ্চিত।"[হাদিসটি বর্ণনাকরেছেননাসা'ঈ (২১০৬) ও ইমামআহমাদ (৮৭৬৯) এবংশাইখ আলবানী'সহীহুততারগীব' (৯৯৯) গ্রন্থে হাদিসটিকেসহীহআখ্যায়িত করেছেন]

আর আবু হুরাইরাহরাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতযে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামবলেছেন:"যে ব্যক্তিঈমানের সাথেএবং সওয়াবেরআশায়লাইলাতুলক্বদর বা ভাগ্য রজনীতেনামাজ আদায়করবেতারঅতীতেরসমস্তগুনাহমাফকরেদেয়াহবে।"[হাদিসটি বর্ণনাকরেছেনআল-বুখারী (১৯১০) ওমুসলিম (৭৬০)]

৪. আল্লাহ তাআলা এই মাসে ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় সিয়াম ও ক্বিয়ামপালন (রোজা ও নামাজ আদায়) করাকে গুনাহ মাফের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমনটি সহীহ বুখারী (২০১৪) ও সহীহ মুসলিম (৭৬০) -এ আবু হুরায়রারাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন:"যেব্যক্তি রমজানমাসেঈমানসহকারেওসওয়াবেরআশায়রোজাপালনকরবেতারঅতীতেরসমস্তগুনাহ মাফকরেদেয়াহবে।"এবং সহীহবুখারী (২০০৮) ও সহীহ মুসলিম (১৭৪)-এআবু হুরায়রা (রাঃ) হতে আরওবর্ণিতহয়েছেযেনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন: "যে ব্যক্তি রমজান মাসে ঈমান সহকারে ও সওয়াবেরআশায় নামায আদায় করবে তার অতীতের সব গুনাহমাফ করে দেয়া হবে।"

মুসলিমগণ এ ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) করেছেন যে, রমজান মাসে রাতের বেলা ক্বিয়াম পালন (নামায আদায় করা) সুন্নত। ইমাম নববী উল্লেখ করেছেন: "রমজান মাসেক্বিয়ামকরারঅর্থহলতারাবীরনামাযআদায়করা।অর্থাৎতারাবীরনামাযআদায়েরমাধ্যমেক্বিয়ামকরারউদ্দেশ্যসাধিতহয়।"

৫.আল্লাহ তাআলা এই মাসে জান্নাতগুলোর দরজা খোলারাখেন, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ রাখেন এবং শয়তানদেরকেশেকেলবদ্ধ করেন। যেমনটি দুই সহীহ গ্রন্থ সহীহ বুখারী (১৮৯৮) ও সহীহ মুসলিম (১০৭৯)-এ আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন: "যখন রমজান আগমন করে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শেকলেবদ্ধ করা হয়।" ৬. এমাসেরপ্রতিরাতেআল্লাহজাহান্নামথেকেতাঁরবান্দাদেরমুক্তকরেন। ইমামআহমাদ (৫/২৫৬) আবুউমামাহ -এর হাদিসথেকেবর্ণনাকরেছেনযে,নবী সাল্লাল্লাহু'আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেন:"প্রতিদিনইফতারেরসময় আল্লাহকিছু বান্দাকে (জাহান্নামথেকে) মুক্ত করেন।"আল-মুনযিরীবলেছেনহাদিসটিরসনদেকোনসমস্যানেই। আলবানী'সহীহুততারগীব'(৯৮৭) -

গ্রন্থহোদসিটকিে সহীহআখ্যায়তিকরছেনে। বাযযার (কাশফ৯৬২) আবুসা'ঈদরে হাদসিথকেবের্ণনাকরছেনেযে, তনিবিলনে: "নশি্চয় আল্লাহ তাআলা রমজান মাসে প্রতদিনিে ও রাতে কছিুবান্দাকে (জাহান্নাম থকেে) মুক্তি দনে। আর নশি্চয় একজন মুসলমিরে প্রতদিনিে ও রাতে কবুল যোগ্য দুআ' রয়ছে।" ৭. রমজান মাসে সয়িাম পালন পূর্ববর্তী রমজান থকেে কৃত গুনাহসমূহকে মটিয়িে দয়ে; যদি কবরিা গুনাহ থকেে বঁচেে থাকা হয়।যমেনটি প্রমাণতি হয়ছে 'সহীহ মুসলমি' (২৩৩)-এ। নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে:"পাঁচ ওয়াক্তনামায, এক জুমা থকেে অপর জুমা, এক রমজান থকেে অপর রমজান এদরেমধ্যবর্তী গুনাহসমূহরে জন্য কাফফারা হয়ে যায়; যদি কবরিা গুনাহ থকেে বরিত থাকা হয়।"

৮. এই মাসে সয়িাম পালন বছররে দশমাস সয়িাম পালন তুল্য। সহীহ মুসলমি (১১৬৪)-এআবু আইয়ূব আনসারীর হাদসিবের্ণতি হয়ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি রমজান মাসে সয়িাম পালন করল, এরপর শাওয়াল মাসওে ছয়দনি রোজোরাখল সে যনে সারা বছররোজো পালন করল"।

ইমাম আহমাদ (২১৯০৬)বর্ণনা করছেনে য,ে নবীসাল্লাল্লাহু 'আলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে:"যে ব্যক্তি রমজান মাসে সয়িাম পালন করল- রমজানরে একমাস রোজো দশমাস রোজো রাখার সমতুল্য। আরঈদুল ফত্বিররে পর (শাওয়াল মাসরে) ছয় দনি রোজো রাখলযেনে গোটা বছররে রোজো হয়ে গলে।"

৯. এই মাসে যে ব্যক্তি ইমামরে সাথইেমাম যতক্ষণ নামায পড়নে ততক্ষণ পর্যন্ত কয়িামুল লাইল (তারাবী নামায) আদায় করবে সে ব্যক্তি সারা রাত নামায পড়ার সওয়াব পাব।েদলিল হচ্ছ-ে আবু দাউদ (১৩৭০) ও অন্যান্য মুহাদ্দসি আবু যার রাদয়িাল্লাহু আনহুথকেে হাদসি বর্ণনা করনে তনিি বলনে রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহওিয়া সাল্লামবলছেনে: "যে ব্যক্তি ইমাম নামায শষে করা পর্যন্ত ইমামরে সাথে কয়িাম করবে তার জন্য সারারাত কয়িাম করার সওয়াব লখো হব।ে"আলবানী 'সালাতুত তারাবী' গ্রন্থ (পৃঃ ১৫) –এ হাদসিকে সহীহ আখ্যায়তি করছেনে।

১০. এই মাসে উমরাআদায় করাহজ্জকরারসমতুল্য। ইমামবুখারী (১৭৮২) ওমুসলমি (১২৫৬) ইবনে আব্বাসথকেবের্ণনাকরনেযে, তনিবিলনে:রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারী মহলিাকে জজি্ঞসে করলনে:"কসিে আপনাকে আমাদরে সাথে হজ্জ করতে বাধা দলি?"মহলিা বললনে:"আমাদরে পানি বহনকারী শুধু দুটো উট ছলি।"তাঁর স্বামী ও পুত্র একটি পানি বহনকারী উটে চড়ে হজ্জে গয়িছেলিনে।তনিি বললনে:"আর আমাদরে পানি বহনরে জন্যএকটি পানি বহনকারী উট রখেে গয়িছেনে।"তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে:"তাহলে রমজান এলে আপনি উমরা আদায় করুন। কারণ এ মাসউেমরাকরা হজ্জ করার সমতুল্য।"

সহীহ মুসলমিরে রওেয়ায়তে আছ:ে "......আমার সাথে হজ্জ করার সমতুল্য।"

১১. এ মাসে ইতিকাফ করা সুন্নত। কারণ নবীসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামপ্রতি রমজানে ইতিকাফ করছেনে। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আয়শোরাদিয়াল্লাহুআনহাথকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমজান মাসরে শেষে দশদিনি ইতিকাফ করতনে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করছেনে।[হাদসিটি বর্ণনা করছেনে ইমাম বুখারী (১৯২২) ও মুসলমি (১১৭২)]

১২. রমজান মাসে পারস্পারিক কুরআন তলোওয়াত ও ব্যক্তিগতভাবে বশেি বশেি তলোওয়াত করা তাগদিপূর্ণ মুস্তাহাব্ব।মুদারাসা বা পারস্পারকি তলোওয়াত বলতে বুঝায় একজন তলোওয়াত করা অন্যজন সটো শুনা। আবার দ্বতিীয়জন তলোওয়াত করা এবং প্রথমজন সটো শুনা।এই পারস্পারকি তলোওয়াত মুস্তাহাব্বহওয়ারদলীল হলো:

أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ " رواه البخاري (6) ومسلم (2308)

“জবিরাইল (আঃ)রমজানমাসে প্রতরিাতনেবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এরসাথসোক্ষাৎকরতনেএবং পরস্পরকুরআন তলোওয়াতকরতনে।”[হাদসিটি বর্ণনাকরছেনেইমামবুখারী (৬) ওমুসলমি (২৩০৮)]

যে কোনে সময় কুরআন তলোওয়াত করা মুস্তাহাব। আররমজানে এটি আরো বশেি তাগদিপূর্ণ মুস্তাহাব। ১৩. রমজান মাসে রোজোদারকে ইফতার খাওয়ানো মুস্তাহাব্ব।এর দলীল হচ্ছ-েযায়দে ইবনে খালদি আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণতি তনিি বলনে রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়া সাল্লামবলছেনে:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ , غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا " رواه الترمذي (807) وابن ماجه (1746) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (647).

“যে ব্যক্তি কোনে রোজোদারকে ইফতার করাবে সে ব্যক্তি রোজোদাররে সমতুল্যসওয়াবপাবে।কনি্তু সইে রোজোদাররে সওয়াবরেকোনে কমতি করা হবে না” ।[হাদসিটি বর্ণনা করছেনে ইমাম তরিমযিী (৮০৭) ওইবনে মাজাহ (১৭৪৬)।শাইখ আলবানী ‘সহীহুত তরিমযিী’(৬৪৭) গ্রন্থহোদসিটকিে সহীহ আখ্যায়তি করছেনে]দখেুন প্রশ্ন নং (12598)

আল্লাহই সবচয়েে ভাল জাননে।